আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল

মূল (আরবি):
ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া رحمه الله
[মৃত্যু: ২৮১ হি./৮৯৪ খৃ.]

অনুবাদ:
জিয়াউর রহমান মুন্সী

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

'আর বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা।'

(সূরা আল ইমরান ৩:১২২, ১৬০; আল-মাইদাহ্ ৫:১১; আত-তাওবাহ্ ৯:৫১; ইবরাহীম ১৪:১১; আল-মুজাদালাহ্ ৫৮:১০; আত-তাগাবুন ৬৪:১৩)

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল

[১] উমার ইবনুল খাত্তাব—রদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

"তোমরা যদি সঠিকভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে তিনি তোমাদের সেভাবে জীবনোপকরণ দিতেন, যেভাবে তিনি পাখিদের জীবনোপকরণ দিয়ে থাকেন—তারা সকালবেলা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে ভরা-পেটে!" '

[২] ইবনু আব্বাস—রদিয়াল্লাহু আনহুমা—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলতেন,

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তোমার উপর উপর তাওয়াক্কুল করেছি, তোমার কাছে ফিরে এসেছি, আর তোমার শক্তি বলে লড়াই-সংগ্রাম করেছি। আমি তোমার সম্মানের কাছে আশ্রয় চাই; তুমি ছাড়া কোনও ইলাহ্ (সার্বভৌম সত্তা) নেই; তুমি চিরঞ্জীব, অমর; আর জিন ও মানুষ মরণশীল।" '

[৩] আওযায়ি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি দুআ ছিল:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ لِمَحَابِّكَ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই— যেন তোমার পছন্দনীয় কাজ করতে পারি, সত্যিকার অর্থে তোমার উপর তাওয়াক্কুল করতে পারি এবং তোমার প্রতি সু-ধারণা রাখতে পারি।" '

[৪] আনাস ইবনু মালিক—রদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাঁর দুআর মধ্যে বলতেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ، وَاسْتَهْدَاكَ فَهَدَيْتَهُ، وَاسْتَنْصَرَكَ فَنَصَرْتَهُ

"হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো, যারা তোমার উপর তাওয়াক্কুল করার ফলে তুমি তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছ, তোমার কাছে পথের দিশা চাইলে তুমি তাদের পথ দেখিয়েছ, এবং তোমার কাছে সাহায্য চাইলে তুমি তাদের সাহায্য করেছ।" '

[৫] সাঈদ ইবনু জুবাইর বলেন, "ঈমানের সারনির্যাস হলো আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল।"

[৬] ইবনু কুসাইম বলেন, আমি ইবনু শুবরুমা'র কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'আমি কি আপনার কাছে একটি কথা উল্লেখ করব না, যা নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে?' ইবনু শুবরুমা বললেন, 'বলো দেখি! তুমি তো প্রায়ই সুন্দর হাদীস নিয়ে আসো!' লোকটি বলল,

أَرْبَعٌ لَا يُعْطِيهِنَّ اللهُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ

"চারটি জিনিস আল্লাহ কেবল তাকেই দেন, যাকে তিনি পছন্দ

করেন।"

ইবনু শুবরুমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সেগুলো?' লোকটি বলল,

الصَّمْتُ، وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ، وَالتَّوَاضُعُ، وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا

"নীরবতা, আর এটি হলো প্রথম ইবাদাত; আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল; বিনয়; ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি।"

[৭] আলি—রদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'ওহে লোকেরা! আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো, তাঁর উপর আস্থা রাখো, তাহলে অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে তিনিই (তোমাদের জন্য) যথেষ্ট হয়ে যাবেন!'

[৮] ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর থেকে বর্ণিত, 'লুকমান—রহিমাহুল্লাহ—তাঁর ছেলেকে বলেন, "ছেলে আমার! দুনিয়া হলো এক সমুদ্র, এর মধ্যে বহু মানুষ ডুবে গিয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা করো—এখানে তোমার জাহাজ যেন হয় আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা; এর মালপত্র যেন হয় আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক আমল; আর এর পাল যেন হয় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল। তাহলে আশা করা যায়, তুমি নিরাপদে সমুদ্র পার হতে পারবে।" '

[৯] ইবনু আব্বাস—রদিয়াল্লাহু আনহুমা—থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

"যার মন চায় সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হতে, সে যেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে।" '

[১০] মুআবিয়া ইবনু কুররা থেকে বর্ণিত, 'উমার ইবনুল খাত্তাব—রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে কয়েকজন ইয়ামানি লোকের দেখা হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কারা?" তারা বলে, "আমরা হলাম তাওয়াক্কুলকারী।" উমার—রদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "তোমরা বরং অলস বসে-থাকা লোক! তাওয়াক্কুলকারী তো সে, যে জমিনে বীজ ফেলে, তারপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে!"

[১১] আনাস ইবনু মালিক—রদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এটি বাঁধার পর তাওয়াক্কুল করব, নাকি এটি ছেড়ে রেখে তাওয়াক্কুল করব?" নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেন,

اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ

"এটি বেঁধে নাও; তারপর তাওয়াক্কুল করো!" '

[১২] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'সালমান—রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম—রদিয়াল্লাহু আনহু-এর দেখা হলে, তারা একে অপরকে বলেন, "তুমি যদি আমার আগে মারা যাও, তাহলে আমার সাথে দেখা করে জানাবে—তোমার মালিকের কাছ থেকে তুমি কী কী পেয়েছ। আর আমি যদি তোমার আগে মারা যাই, তাহলে তোমার সাথে দেখা করে (তা) জানাব।" এরপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, জীবিত মানুষের সাথে কি মৃত মানুষের দেখা হয়?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ! তাদের আত্মাসমূহ জান্নাতের যেখানে মন চায়, সেখানেই বিচরণ করে।" তিনি বলেন, "অমুক ব্যক্তি মারা গেল। তারপর

স্বপ্নে সে তার সাথে দেখা করে বলল, 'তাওয়াক্কুল করো, আর সুসংবাদ লও! কারণ, তাওয়াক্কুলের মত কোনও কিছু আমি কখনও দেখিনি! তাওয়াক্কুল করো, আর সুসংবাদ লও! কারণ, তাওয়াক্কুলের মত কোনও কিছু আমি কখনও দেখিনি!' " '

[১৩] খুলাইদ আসারি'র স্ত্রী তার স্বামীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি—

مَا مِنْ عَبْدٍ أَلْجَأَتْهُ حَاجَةٌ، فَأَخَذَ بِأَمَانَتِهِ تَوَكُّلًا عَلَى رَبِّهِ، ثُمَّ أَنْفَقَهُ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَلَمْ يَقْضِهِ، إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: عَبْدِي هَذَا أَلْجَأَتْهُ حَاجَةٌ، فَأَخَذَ بِأَمَانَتِهِ تَوَكُّلًا عَلَيَّ، وَثِقَةً بِي، فَأَنْفَقَهُ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ دَيْنَهُ، وَأَرْضَيْتُ هَذَا مِنْ حَقِّهِ

'কোনও বান্দা যদি তীব্র দারিদ্র্যের মুখোমুখি হওয়ার দরুন, তার নিকট রক্ষিত আমানত নিয়ে তার পরিবারের ভরণ-পোষণে অপচয় না করে খরচ করে, (আর ওই আমানত পরিশোধের ব্যাপারে) নিজের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে, কিন্তু তা পরিশোধ করার আগেই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের উদ্দেশে বলেন, "আমার এ বান্দা তীব্র দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয়ে তার আমানতে হাত দিয়েছে, আমার উপর তাওয়াক্কুল করেছে, আমার উপর আস্থা স্থাপন করেছে এবং অপচয় না করে নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণে খরচ করেছে; আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি—আমি তার দায় শোধ করে দিয়েছি, আর তাকে (অর্থাৎ আমানতকারীকে) তার অধিকারের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দিয়েছি!" '